সংবাদ

তারিখ ... 24 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিওভুক্তির পর্যালোচনা শেষ হয়নি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির (মাধ্যমিক পে অর্ডার) তালিকা রিভিউ করতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে দেয়া শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সাত দিনের সময়সীমা গতকাল রোববার শেষ হলেও এ প্রক্রিয়ার কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। হয়নি : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ১

হয়নি : শেষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তবে রিভিউ কার্যক্রম সম্পূর্ণ করতে আরও দুদিন সময় বেশি লাগবে বলেও তারা জানান।

মতে, সদ্য ঘোষিত ১ হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকার যে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল রিভিউ কার্যক্রমে সে দুটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আরও কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে। ১ হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠানের বাইরে যেসব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে, সেগুলোর সবকটিই প্রভাবশালীদের ডিও লেটারের ভিত্তিতে করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এমপিওভুক্তি কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে জানান, এমপিওভুক্তির তালিকা প্রণয়নের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা রিভিউ কার্যক্রমে তাদের কাছ থেকে তেমন কোন সহযোগিতা নিচ্ছেন না। তাছাড়া গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো ৩৫৫টি ডিও লেটারও যাচাই বাছাই করা হচ্ছে না বলে জানা গেছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশানুযায়ী চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি খাতে বরাদ্দকৃত ১১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা থাকায় ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে সোমবার (১৭ জুন) শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দেয়া হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে এমপিওভুক্তির রিভিউ কার্যক্রম সম্পূর্ণ না হলে এবং তার প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হলে এর দায়ভার শিক্ষা মন্ত্রণালয় বহন করবে না বলে ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে জানান, নতুন এমপিওভুক্তির কার্যক্রম এখন চরম অনিশ্চয়তা পড়েছে। নতুন এমপিওভুক্ত হওয়া ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকটিকেই চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃতির তারিখ, শিক্ষক-কর্মচারীদের ব্যাংক একাউন্ট নম্বর এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ফটোকপিসহ ১৮ ধরনের কাগজপত্র পাঠাতে বলা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ এমপিওভুক্তি রিভিউ করার ঘোষণা দেয়ায় সেই প্রক্রিয়াও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীদের বিভিন্ন রকমের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত করাও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া তালিকা রিভিউ করার উদ্যোগ নেয়ায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও মাউশি'তে কাগজপত্র জমা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। চলতি মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে নতুন এমপিওভুক্তির টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ছাড় করাতে না পারলে ১১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা সরকারের কোষাগারে ফেরত চলে যাবে।

ঘোষিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিয়মিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাছে ধরনা দিচ্ছেন। তারা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সুপারিশপত্র ও ডিও লেটার নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ভিড় করছেন। অনেকে রিভিউ কার্যক্রমে বিরক্ত বোধ করে এর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ারও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আসা কয়েকজন একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টার নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রণয়ন করা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিকরণ নীতিমালা, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা এবং আন্ত:মন্ত্রণালয়ের সভার সিদ্ধান্তের আলোকেই ৭ হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের মধ্য থেকে চলতি মাসের ৬ তারিখে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করে আদেশ জারি করা হয়।

সংশ্লিষ্টদের তথ্য মতে, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রীরা চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করাতে না পারায় ১০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদের সভায় সবাই শিক্ষামন্ত্রী প্রতি ক্ষোভের বহি:প্রকাশ ঘটায়। প্রকাশিতব্য তালিকা নিয়ে মন্ত্রীদের আপত্তির প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপিওভুক্তির তালিকা রিভিউর (পুন:পর্যালোচনা) নির্দেশ দেন। রিভিউ কার্যক্রমের দায়িত্ব দেয়া হয় শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষামন্ত্রীকে। শিক্ষা উপদেষ্টা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উপেক্ষা করে আলাদাভাবে রিভিউ কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমপিওভুক্তির কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাপটে যথাসময়ে শিক্ষামন্ত্রী দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিষয়টি সুরাহা করার জন্য পুরো দায়দায়িত্ব, প্রভাবশালীদের দেয়া নতুন ডিও লেটার বা চাহিদাপত্র এবং নথিপত্র শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দীন আহমেদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

এমপিও বিষয়ে জানতে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দীন আহমেদের সেলফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি সেলফোন রিসিভ করেননি।